HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

বুধবার the ২৫ day of সেপ্টেম্বর, ২০২৪

Other Suit No. ৬৩/ ২০১৩

মোহাম্মদ নাছির প্রকাশ নাছির গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম গং Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ০৫/০৩/২৩ খ্রিঃ, ০৫/০৩/২৩ খ্রিঃ, ০৭/০৮/২৩ খ্রিঃ, ১২/০৯/২৩ খ্রিঃ, ২৯/০২/২৪ খ্রিঃ, ০২/০৪/২৪ খ্রিঃ ২৫/০৪/২৪ খ্রিঃ ও ০১/০৮/২৪ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব মাহাবুবা আজমিরী (মিষ্টি) Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব মোঃ সামশুল আলম Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

তপশীলোক্ত নালিশী ভূমি সামীর আলীর ছিল। উক্ত সামীর আলী ২ স্ত্রী ও ৫ পুত্র ১ কন্যাকে ওয়ারিশ রাখিয়া মৃত্যু বরণ করিলে ২য় স্ত্রী আমিনা খাতুন ও তাহার গর্ভজাত পুত্র নাজির আলী তুল্যাংশে স্বত্ববান হইয়া দখলকার থাকেন। উক্ত নাজির আলী ও তৎ মাতার নামে ভুলে আর এস জরিপ না হলেও অন্যান্য শরীকানের সহিত ভোগ দখল নির্বিঘ্নে থাকায় পি. এস. জরিপ শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয়। পরবর্তীতে তাহারা বিগত ০১/০৪/৭৫ ইং তারিখ ৩২০০ নং কবলা মূলে তপশীলোক্ত আর. এস. দাগের আন্দর জমি জমা মৌলভী মোহাম্মদ মহসিন এডভোকেট এর নিকট হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে

তার নামে বি এস খতিয়ান হয়। মৌলভী মোহাম্মদ মহসিন এডভোকেট এর মৃত্যুতে স্ত্রী পুত্র কন্যা নিজেদের মধ্যে আপোষ বিভাগে সর্ব পূর্বাংশে স্ত্রী তৎ পরবর্তীতে কন্যাগণ তৎ পরবর্তীতে পুত্রগণ উক্তর দক্ষিণ লম্বালম্বিতে উক্ত বি. এস. দাগে ভোগ দখলকার থাকেন। জৈষ্ঠ্য পুত্র আফজল আরিফ উক্ত বি. এস. দাগের পশ্চিমাংশে ভোগ দখলে থাকেন। তৎ পরবর্তীতে অপরাপর পুত্র, কন্যা ও স্ত্রী হইতে ১২/০২/০৬ ইং তারিখের ১০৪৯ নং কবলা মূলে বাদীগণ তপশীলোক্ত সম্পত্তি খরিদ করেন এবং ৭০৯ নং নামজারী খতিয়ান সৃজন করেন। বাদীগণ খরিদা ভূমিতে বসবাস ও দোকানের ব্যবসা করিয়া ভোগ দখলে নিয়ত আছেন। বাদীগনের পক্ষে তাদের আমমোক্তার ভ্রাতা তপশীলোক্ত জমি শাসন সংরক্ষন করছেন। বাউন্ডারী ঘেরা দিয়া মাটি ভরাট ক্রমে খরিদা সম্পত্তিতে দখলে আছেন।

বিগত ০১/০২/২০১২ ইং তারিখে ১-৩ নং বিবাদী নালিশী ভূমিতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করিলে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মিস ৩১২/১২ ইং মামলা দায়ের হয়। উক্ত মোকদ্দমায় তদন্তে বাদীগনের দখল প্রমাণিত হয়। বিবাদীগণ তপশীলোক্ত জমি জমায় খরিদসূত্রে দাবি করিয়া বেআইনী ভাবে বাদীকে বেদখলের হুমকি দেয়ায় বাদীগন পটিয়া সহকারী জজ ২য় আদালতে চট্টগ্রামে অপর ৬৩/১২ ইং মোকদ্দমা দায়ের করেছিলেন। পরবর্তীতে ফরমাল ডিফেক্ট থাকায় পনু দায়েরের শর্তে উক্ত মামলা প্রত্যাহার করেন। বিগত ০২/০৪/২০১৩ ইং তারিখে ১-৩ নং বিবাদীগন বাদীর ভাড়াটিয়াগণকে গৃহহীন করার ও বেদখলের হুমকি প্রদর্শন করিলে বাদী বাধ্য হয়ে অত্র মামলা দায়ের করেন।

অন্যদিকে ১-৩ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

তপশীলোক্ত সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন কালু মাঝির পুত্র সামীর আলী। উক্ত সামীর আলী মরণে তৎ স্বত্ব তাহার ২ স্ত্রী দিল জান বিবি ও আমিনা খাতুন, ৫ পুত্র রহমান আলী, রহিম আলী, করিম আলী, আরবান আলী ও নাজির আলী এবং ১ কন্যা তফজান বিবি প্রাপ্ত হয়ে ভোগ দখলে নিয়ত থাকেন। নাজির আলী আর. এস. জরিপ চলাকালীন নাবালক তথা ১ বৎসর কাল সময়ে পিতৃ বিয়োগ জনিত কারণে তাহার মাতা আমিনা খাতুন ও তাহার নামে আর. এস. জরিপের খতিয়ান প্রচার না থাকিলেও নাজির আলী তপশীলোক্ত ভূমি সহ অপরাপর অনালিশী দাগের ভূমিতে ভোগদখলকার হন এবং তাহার নামে পি এস খতিয়ান হয়। নাজির আলী মাতা ও পিতা হতে প্রাপ্তীয় সম্পত্তি হতে নালিশী ও অনালিশী দাগের আন্দর বিগত ০১/০৪/১৯৭৫ ইং তারিখের ৩২০০ নং দলিল মূলে ।/. (পাঁচ কানি) ভূমি মৌলভী মোহাম্মদ মহসিন এডভোকেট বরাবরে বিক্রয় করেন। মৌলভী মোহাম্মদ মহসিন এডভোকেট মরনে উক্ত সম্পত্তি তাহার ১ স্ত্রী হোছনে আরা বেগম, ৩ পুত্র আহমেদ আফজল আরিফ, আহমেদ আফজল আসিফ, আসাদুল আমিন ৪ কন্যা যথাক্রমে আফসানা তাসনিম, হোমায়রা মাখতুম, মুনিরা সাল সাবিল ও আতেফা আওয়ানা স্বত্ববান ভোগ দখলকার নিয়ত হয়।

মৌলভী মোহাম্মদ মহসিন এর ১ম পুত্র আহম্মেদ আফজাল আরিফ বিগত ১২/১০/২০১১ ইং তারিখে ১০৩৭৪ নং দলিল মূলে প্রাপ্ত ৪.৫০ শতক ভূমি ১-৩ নং বিবাদীগণের বরাবরে বিক্রয় করেন। ১-৩নং

বিবাদী ১৯১৩ নং নামজারী খতিয়ান সৃজন পূর্বক তথায় ভোগ দখলে নিয়ত আছে। যাহাতে বাদী কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির কোন প্রকার স্বত্ব স্বার্থ দখল নাই। বাদীগণও নালিশী দাগের উত্তরাংশে প্রায় ১০ শতক ভূমির উপর "মোমেনা মঞ্জিল" নামাকরণে তথায় সেমি পাকা গৃহ নির্মাণে ভাড়াটিয়া উপলক্ষে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছে। বাকী ২ শতক ভূমি বাদীগণ তৎ পার্শ্ববর্তী লাগোয়া ভূমিতে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছে। অপরদিকে ১-৩ নং বিবাদীগণ তাহাদের দলিলের চৌহদ্দী চিহ্নিত ভূমিতে পাকা বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করিয়া ভোগ দখলকার নিয়ত আছে। বাদীগণ ইতোপূর্বে স্থাবর সম্পত্তি বিভাগ ও পার্টিশন এ্যাক্টের ৪ ধারা মতে খরিদ পাওয়ার দাবীতে অপর ৬৩/১৩ নং মোকদ্দমা দায়ের করলেও পরবর্তীতে তা প্রত্যাহার করে নেন। প্রকৃত পক্ষে নালিশী বি. এস. খতিয়ানে তর্কিত দাগে মোট ২৬ শতকের মধ্যে বাদীগণ ১২ শতকে এবং ১-৩ নং বিবাদীগণ ৪.৫০ শতকে দখলে রয়েছেন। বাদীগণ দুর্ল্লোভের বশীভূত হইয়া এই বিবাদীগণের বিরুদ্ধে অত্র মিথ্যা মোকদ্দমা রুজু করিয়াছেন। উক্ত প্রেক্ষিতে অত্র মোকদ্দমা খারিজযোগ্য বটে।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?

২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?

৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?

৪) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের আপাত স্বত্ব ও নিরুঙ্কুশ দখল আছে কি না ?

৫) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

<u>উপস্থাপিত সাক্ষ্য</u> ঃ

মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ মোহাম্মদ নাছির (P.W.1) ও মোঃ শরিফুল ইসলাম (P.W.2)। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ মোসাঃ কামরুন্নাহার (D.W.1) ও শাহ আলম (D.W.2)। **P.W.1 এবং D.W.1** জবানবন্দি প্রদান করত: যথাক্রমে আরজী ও লিখিত জবাবে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন। সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। ২৫/৪/২০১২ ইং তারিখের আমমোক্তারনামার মূলকপি	প্রদর্শনী-১
২। ০১/০৪/১৯৭৫ ইং তারিখের ৩২০০ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী-২
৩। ১২/০২/২০০৬ ইং তারিখের কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী-৩

৪। বিভাগ ৬৩/১২ নং মোকদ্দমার আরজির আসল কপি	প্রদর্শনী-৪
৫। ইছানগর মৌজার আর. এস. ১১১ নং খতিয়ানের আসল	প্রদর্শনী-৫
৬। ইছানগর মৌজার বি. এস. ২৭৯ নং খতিয়ানের আসল।	প্রদর্শনী-৬
৭। ইছানগর মৌজার নামজারি খতিয়ান নং- ৭০৯ এর আসল।	প্রদর্শনী-৭
৮। খাজনার দাখিলা ও ডি. সি. আর. আসল কপি	প্রদর্শনী-৮

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বিবাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। ইছানগর মৌজার আর. এস. ১১১ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী-ক
২। ০১/০৪/৭৫ ইং তারিখের ৩২০০ নং দলিলের সি. সি.	প্রদর্শনী-খ
৩। ১২/১০/১১ ইং তারিখের ১০৩৭৪ নং দলিলের সি. সি.	প্রদর্শনী-গ
৪। নামজারী খতিয়ান ১৯১৩/১১৭৫ নং এর সি. সি.	প্রদর্শনী-ঘ
৫। খাজনার দাখিলা	প্রদর্শনী-ঙ

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

প্রারম্ভেই ইহা উল্লেখ করা উচিত যে, অত্র মামলায় কিছু বিচার্য বিষয় রয়েছে যাহা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। উক্ত প্রেক্ষিতে সেগুলো আলাদা করে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উক্ত বিচার্য বিষয় সমূহ একত্রে নেওয়া হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ১-৩ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

অত্র মামলার উভয়পক্ষ এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জোরালোভাবে কোন বক্তব্য বা যুক্তিতর্কের অবতারনা করেননি। মামলার প্লিডিংস ও উপস্থাপিত সাক্ষ্যপ্রমান আমি খুব মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষন করলাম। বর্তমান মামলাটি নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীদের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় রুজু হয়েছে। মামলার নালিশী সম্পত্তি চট্টগ্রাম জেলার কর্নফুলী থানাধীন ইছানগর মৌজায় অবস্থিত। মামলার মূল্যমান ধরা হয়ে ১,১০,০০০/- টাকা যাহা অত্র আদালতের স্থানীয় ও আর্থিক এখতিয়ারের অন্তর্ভূক্ত। অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং এই আদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে

কোনরুপ প্রতিবন্ধকতা নেই মর্মে আমি বিবেচনা করি। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়।

বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি প্রকাশমতে, অত্র মোকদ্দমা রুজুর পর্যাপ্ত কারন বিদ্যমান রয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, বাদীগণ আরজীর তপশীল বর্ণিত ভুমি খরিদসূত্রে মালিক স্বত্ববান ও দখলকার হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ভোগদখল করে আসছেন। কিন্তু স্বত্ব স্বার্থহীন ১-৩ নং বিবাদীপক্ষ বিগত ২৫/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তফসিলোক্ত নালিশী জমি হইতে বাদীপক্ষকে বেদখল করার এবং তথায় স্থিত ভাড়াটিয়াগণ কে বের করে দেওয়ার হুমকী প্রদান করে। তাই বাদীপক্ষ এই মোকদ্দমা আনয়ন করে। সুতরাং অত্র মামলা করার উপযুক্ত কারন বিদ্যমান আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।
বিগত ২৫/০৪/২০১৩ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হওয়ার পর ২২/০৫/২০১৩ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয়। অত্র মামলা নির্ধারিত তামাদি সময়কালের মধ্যেই রুজু হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি তামাদি দোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। এমতাবস্থায়, বিচার্য বিষয় নম্বর ১-৩ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নং ৪ ও ৫ ঃ

বিচার্য বিষয় দুইটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে লওয়া হইল। বাদীপক্ষ অত্র মোকদ্দমাটি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় আনয়ন করিয়াছে। চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলায় মূলত যে বিষয়ের উপর মামলার ভাগ্য নির্ধারিত হয় তা হলো নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের নিরুঙ্কুশ দখল। বাদীপক্ষ কে অবশ্যই নালিশী ভুমিতে তাহার নিরুঙ্কুশ দখল প্রমাণ করতে হবে। তবে তার আগে দেখে নেওয়া যাক নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের আপাত স্বত্ব আছে কিনা ?

উভয়পক্ষ দ্বারা স্বীকৃত যে তপশীলোক্ত নালিশী ভূমির মূল মালিক সামীর আলীর ওয়ারীশগণ হতে ০১/০৪/৭৫ ইং তারিখ ৩২০০ নং কবলা মূলে নালিশী আর এস ১১১ খতিয়ানের ২১৪ দাগের ভূমি মৌলভী মোহাম্মদ মহসিন এডভোকেট খরিদ করেন। বাদীপক্ষ হতে দাখিলীয় উক্ত কবলা [প্রদর্শনী-২] পর্যালোচনায় উহার সত্যতা পাওয়া যায়। বি এস ২৭৯ নং খতিয়ানের সি.সি [প্রদর্শনী-৬] পর্যালোচনায় দেখা যায়, নালিশী বি এস ১৫৬১ দাগে ২৬ শতক ভূমি সহ অপরাপর ভূমি মৌলভী মোহাম্মদ মহসিন এডভোকেট এর নামে শুদ্ধরুপে জরিপ প্রচারিত হয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে মৌলভী মোহাম্মদ মহসিন এডভোকেট এর মৃত্যুতে স্ত্রী পুত্র কন্যা নিজেদের মধ্যে আপোষ বিভাগ মতে নালিশী ভূমি ভোগদখলকার থাকাবস্থায় কতেক পুত্র, কন্যা ও স্ত্রী হইতে ১২/০২/০৬ ইং তারিখের ১০৪৯ নং কবলা মূলে বাদীগণ তপশীলোক্ত সম্পত্তি খরিদ করেন। দাখিলী উক্ত কবলা [প্রদর্শনী-৩] পর্যালোচনায় দেখা যায় বাদীগণ নালিশী বি এস ১৫৬১ দাগে ১২ শতক ভূমি খরিদ

করেন এবং পরবর্তীতে তাদের নামে ৭০৯ নং নামজারী খতিয়ান [প্রদর্শনী-৭] সৃজন করেন। সার্বিক পর্যালোচনা তফসিলোক্ত ১২ শতক ভূমিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব স্বার্থ বিদ্যমান আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। অপরদিকে বিবাদীপক্ষের দাবি হলো, মৌলভী মোহাম্মদ মহসিন এডভোকেট এর জৈষ্ঠ্যপুত্র আহম্মদ আফজাল আরিফ নালিশী দাগে আপোষ বিভাগে প্রাপ্ত ৪.৫৫ শতক ভূমি ১২/১০/২০১১ ইং তারিখে ১০৩৭৪ নং কবলামুলে বিবাদীগণ বরাবর হস্তান্তর করেন। [প্রদর্শনী-গ] পর্যালোচনায় উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। তন্মধ্যে ১ নং বিবাদী কামরুন্নাহার ২.০০ শতক এবং ২-৩ নং বিবাদীগণ প্রত্যেকে ১.২৫ শতক প্রাপ্ত হয়ে তথায় স্বত্ববান ও ভোগদখলকার নিয়ত আছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। পরবর্তীতে নিজেদের নামে পৃথক নামজারি ১৯১৩ নং খতিয়ান [প্রদর্শনী-ঘ] সৃজন করেন। ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষ নালিশী দাগে তাদের স্ব স্ব খরিদ অংশে স্বত্ববান হবার বিষয়টি অস্বীকার করেননি। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় নালিশী বি এস ১৫৬১ দাগে বাদীপক্ষ খরিদসূত্রে ৬ গন্ডা বা ১২ শতক ভূমিতে যেমন স্বত্ববান হন তেমনি বিবাদীগণও ৪.৫০ শতক ভূমিতে খরিদসূত্রে স্বত্ববান হন।

দখল সমর্থনে বাদীপক্ষের সাক্ষী P.W.-1 বলেছেন যে, নালিশী তফসিলোক্ত চৌহদ্দির জমিতে বাদীগণ মাটিভরাটক্রমে তথায় সেমিপাকাগৃহ নির্মানে ও দোকানগৃহ ভাড়াটিয়া উপলক্ষে ভোগদখল করে আসছেন। তিনি আরো বলেন উক্ত খরিদাভূমি দাগের পূর্বাংশে দখল প্রাপ্ত হয়ে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান করিয়া ভোগদখল করছেন। কিন্তু জেরায় তার দখল দাগের উত্তরাংশে বলেছেন। P.W.-1 জেরাতে বলেন যে বিবাদীর কোন বাউন্ডারী নেই। তিনি তার বাউন্ডারীর মধ্যে আছেন। P.W.-1 এর সাক্ষ্য সমর্থন করে P.W.-2 বলেন যে নালিশী জমি নাছির দখল করে এবং সেখানে তার বসতগৃহ ও ভাড়াটিয়া ঘর রয়েছে। ঘরগুলো ৪ গন্ডা তে এবং বাকি ২ গন্ডা কুয়োর মধ্যে পড়েছে। বাউন্ডারীর ভেতর কুয়ো পড়েছে। তার ভাষ্যমতে নালিশী জমিতে কোন সাইনবোর্ড নেই। তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে সাইনবোর্ডের পশ্চিম পাশে কবরস্থান এবং সাইনবোর্ডের পাশে কোন খালিজায়গা নেই, তবে ১ গন্ডা তে তার দোকানঘর আছে। বিবাদীপক্ষ উক্ত ১ গন্ডা ভূমি ৩ নং বিবাদী দখল করে মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।

অপরদিকে বিবাদীপক্ষের সাক্ষী D.W.-1 জবানবন্দিতে বলেন যে ১ নং বিবাদী তাহার খরিদা ২.৫০ শতক ভূমি নামজারি খতিয়ান সৃজন করিয়া পূর্ব-পশ্চিমে বাউন্ডারী ওয়াল দিয়ে এবং উত্তর দাক্ষিনে বাঁশের বেড়া দিয়া ভোগদখলে আছেন। তার দক্ষিনে ২-৩ নং বিবাদী স্বত্ববান ও দখলকার আছেন এবং সর্বদক্ষিনে ও সর্ব উত্তরে বাদীগণ ভোগদখলকার নিয়ত আছেন। D.W.-1 স্বীকার করেন যে বাদীগণ তাদের খরিদা ৬ গন্ডা ভূমি দাগের সর্ব উত্তর ও সর্বদক্ষিনে গৃহ উপলক্ষে এবং গৃহের সহিত দক্ষিনে নাল তথা খাই ভূমি উপলক্ষে ভোগদখলে নিয়ত আছেন। D.W.-1 এর ভাষ্যমতে বাদীগণ বিবাদীদের খরিদা ৪.৫০ শতক ভূমি চৌহদ্দি অন্তর্ভূক্ত করিয়া অত্র মামলা আনয়ন করেছেন। বাদীগণ ২ টি চকবন্দে দখলে থাকলেও আরজিতে তা গোপন করেছে। D.W.-1 জেরাতে স্পষ্ঠত বলেছেন

যে বাদীগণ তাদের খরিদা ভূমিতে দখলে আছেন এবং বিবাদীগণ তাদের খরিদা ভূমিতে দখলে আছে। চৌহদ্দি বিষয়ে D.W.-1 বলেন যে বাদীর উত্তরে- অন্য একজন, দক্ষিনে-তার জায়গা, পূর্বে-আবদুল মতিন ও পশ্চিমে-কবরস্থান। দাগের পূর্বাংশে বাদী দখল করে। জেরার সবশেষে D.W.-1 বলেন যে বাদীর ৬ গন্ডা বাদী পেতে তার আপত্তি নেই, তবে তার সম্পত্তি তার দখলে রয়েছে।

সাক্ষী D.W.-2 জেরাতে বলেন যে নালিশী দাগের পূর্বাংশে বাদীগণ আছেন। বাদী ও বিবাদী উভয়ের বাউন্ডারী আছে। বাদীর দখলীয় ভূমির উত্তরপাশে বাদীর বসতগৃহ আছে। তারপরে খাই । তারপরে বিবাদী কামরুন নাহার এর ঘর। এর পরে বিবাদী কাশেম এবং তারপরে বাদীর ১ টি দোকান। জবানবন্দিতে ও অনুরুপ বলেছেন যে কামরুনাহার এর দখলীয় ভূমির দক্ষিনপাশে ২-৩ নং বিবাদী এবং তারপরে বাদী নাছিরের দোকানঘর।

দখল বিষয়ে উভয়পক্ষের সাক্ষীদের বক্তব্য পর্যালোচনায় একটি বিষয় পরিস্কার যে, নালিশী দাগে বাদীগণ তাদের দাবিকৃত ১২ শতক ভূমিতে দখলে আছে এবং বিবাদীগণ তাদের দাবিকৃত ৪.৫০ শতক ভূমিতে দখলে আছে। তবে আরজি তে বাদী যে চৌহদ্দি দিয়েছেন উক্ত চৌহদ্দির সম্পূর্ন ভূমিতে বাদীগণ দখলে নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। বাদীপক্ষের সাক্ষী P.W.-1 জবানবন্দিতে দাগের পূর্বাংশে দখলে থাকার বিষয়ে বললেও জেরাতে এসে আবার বলেছেন উত্তরাংশে দখলে আছেন। এদিকে বিবাদীপক্ষ সর্বদক্ষিনে ও সর্বউত্তরে বাদীপক্ষ দখল করেন মর্মে দাবি করেছেন। আবার তার দাগের পূর্বাংশে বাদীর দখলের সত্যতা স্বীকার করেছেন। সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় বাদীর দখলীয় ভূমির দক্ষিনে ১ নং বিবাদী কামুরুন্নাহার এর জায়গা। অথচ বাদীর আরজির চৌহদ্দিতে দক্ষিনে রাস্তার কথা বলা হয়েছে। আবার বিবাদীর স্বীকৃতমতে কামরুন্নাহার এর দক্ষিনে ২/৩ নং বিবাদী তারপরে বাদীর একটি দোকানগৃহ রয়েছে। P.W.-2 এর স্বীকৃতি অনুযায়ী উক্ত দোকানঘর ১ গন্ডার উপরে স্থিত যা বাদীর দখলে মর্মে বলেন। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় বাদীগনের দাবিকৃত ১২ শতক ভূমি এক চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। জমির অবস্থান ও দখল অনুযায়ী বাদীর ২ টি চৌহদ্দি হবার কথা। সুতরাং বাদীপক্ষের দাবিকৃত সম্পূর্ন ১২ শতক ভূমি সুনির্দিষ্ট নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং ইহা দিনের আলোর মত পরিস্কার যে আজির তফসিলোক্ত চৌহদ্দিকৃত সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের নিরঙ্কুশ দখল বিদ্যমান নেই। নালিশী তফসিলোক্ত দাগ ভুমিতে বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষের স্বত্ব ও দখল বিদ্যমান রয়েছে। তফসিলোক্ত ভুমিতে উভয়পক্ষ সহ-শরীক হওয়ায় বিবাদীদের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার সুযোগ নেই বলে বিবেচনা করি। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ নালিশী জমিতে তাহাদের নিরঙ্কুশ দখল প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হওয়ায় বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে প্রতিকার পাইতে হকদার নন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এরুপ প্রেক্ষিতে বিচার্য বিষয় নং ৪ ও ৫ বাদীপক্ষের প্রতিকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি পর্যাপ্ত।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমাটি ১-৩ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে বিনা খরচায় খারিজ করা হইল।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।